কোটচাঁদপুরে সাংবাদিকের সাথে অসদাচরণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে কর্মরত দৈনিক আমার সংবাদ ও মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক মঈন উদ্দীন খাঁনের সঙ্গে ডাঃ ফাহিম উদ্দীনের অসদাচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কোটচাঁদপুরের সাংবাদিক মহল।

গতকাল সোমবার সংবাদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ফোনালাপে এ অসদাচরণের ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গেল ৪ নভেম্বর অঞ্জনা (২২) নামের গর্ভবতী এক গৃহবধূকে সিজারিয়ান অপারেশন করা হয় কোটচাঁদপুর নার্সিং হোমে। অপারেশনটি করেন ডাঃ ফাহিম উদ্দীন। চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র নিয়ে ওই গৃহবধূ বাড়িতে যাওয়ার দুই দিন পর আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন, ভর্তি হন নার্সিং হোমে।

তারা একদিন চিকিৎসা দেয়ার পর কোন উন্নতি না হওয়ায়, তাকে যশোরে রেফার্ড করে দেন নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ। এরপর রোগীর স্বজনরা অঞ্জনাকে নিয়ে ভর্তি করান যশোর সদর জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা দেয়ার পরেও কোন উন্নতি না হওয়ায় তাকে ঢাকায় রেফার্ড করে দেন। রোগীর স্বজনরা ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে ফিরে আসেন বাড়িতে। ওই রাতে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে নিয়ে আসেন কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। এরপর জরুরী বিভাগেই তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন তার স্বজনরা।

বিষয়টি নিয়ে সোমবার বিকালে ডাঃ ফাহিম উদ্দীনের সঙ্গে ফোনালাপে জানতে চান, সাংবাদিক মঈনুদ্দিন। এ সময় তিনি এ প্রতিবেদকের সঙ্গে অসদাচরণ ও কটুক্তি করে বলেন, আগে ডাক্তার হয়ে আসেন, তারপর আমার সঙ্গে কথা বলেন।

এদিকে ডাক্তারের এহেন আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কোটচাঁদপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি শেখ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক কাজী মৃদুল, কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ক্লাবের সভাপতি অশোক দে, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত সরকার, উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিএম ওয়াদুদ, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মল্লিক। সাংবাদিক এস এম রায়হান উদ্দিন প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

তার সম্পাদিত দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা এ অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় ও প্রথম দৈনিক। তিনি বাংলাদেশ সম্পাদক পরিষদের সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংবাদপত্র পরিষদের নির্বাহী সদস্য।

তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক সংগঠনের সাথে জড়িত। তিনি একজন চিত্রশিল্পী ও এক্ষেত্রে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে বিএফ এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ভারত থেকে ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজম লাভ করেন।

তিনি কুষ্টিয়া লায়ন্স ক্লাব জেলা ৩১৫ -এর সভাপতি ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়া রাইফেল ক্লাব ও লালন একাডেমির সাবেক সহ-সভাপতি ও কুষ্টিয়া ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঐতিহ্য পরিষদ কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক।

মেহেরপুরে সমাজসেবা উপপরিচালকের বিচারের দাবিতে সাংবাদিকরা একাট্টা

মেহেরপুরে ডিবিসি প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ ও বাংলাদেশ রয়টার্স প্রতিনিধি জাকির হোসেনকে মারধর ও ক্যামেরা ভাংচুর করায় সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল কাদেরসহ সংশ্লিষ্টদের বিচারের দাবিতে পথসভা করেছে সাংবাদিকরা।

সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সড়কে মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ ব্যানারে সাংবাদিকরা সপ্তাহ ব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রথম দিনের কর্মসূচী পালন করে।

মেহেরপুর সাংবাদিক সমাজের আহবায়ক ও সিনিয়র সাংবাদিক রুহুল কুদ্দুস টিটোর সভাপতিত্বে সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্যে দেন ইত্তেফাক প্রতিনিধি মাহাবুব চান্দু, দেশ রুপান্তর প্রতিনিধি তুহিন আরন্য, বিটিভি প্রতিনিধি আলামিন হোসেন, কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, এসএ টিভি প্রতিনিধি ফজলুল হক মন্টু,

মাইটিভি প্রতিনিধি মাহবুব আলম, সাংবাদিক এম এন পাভেল, আতিক স্বপন প্রমুখ।

পথসভায় আহবায়ক রুহুল কুদ্দুস টিটো বলেন, ঘটনার দিন জেলা প্রশাসক সাংবাদিক নের্তৃবৃন্দদের নিয়ে তাঁর সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় করে দ্রুত এ ঘটনার ব্যবস্থা করার জন্য তদন্ত কমিটি করেছিলেন। কিন্তু ঘটনার আটদিন পার হলেও তদন্ত কমিটি কোন প্রতিবেদন দেননি এবং কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেননি। যে কারণে আমরা বাধ্য হয়ে ৭দিনের কর্মসূচী দিয়েছি। আপনি এর মধ্যে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন। না হলে আমাদের এ কর্মসূচী চলতে থাকবে। একপর্যায়ে জেলা প্রশাসনসহ মেহেরপুরের সরকারি দপ্তরের সকল সংবাদ বর্জন করাসহ কঠোর আন্দোলন করা হবে।

দৈনিক দেশ প্রতিনিধি মুজাহিদ মুন্নার সঞ্চালনায় পথসভায় মেহেরপুরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ৮ নভেম্বর মেহেরপুর সমাজ সেবা কার্যালয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের ও তার সহযোগীরা ডিবিসি প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ ও বিডি রয়টার্স প্রতিনিধি জাকির হোসেনকে মারধর করেন এবং ক্যামেরা ভাংচুর করেন। এ ঘটনায় ওই দিনই মেহেরপুর সদর থানায় চার জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাত ৮/৯ জনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়।

মেহেরপুরে সাংবাদিক হামলার প্রতিবাদে ৭ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের কতৃক ডিবিসি’র মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ ও বাংলাদেশ রয়টার্সের এর প্রতিনিধি জাকির হোসেনের উপর হামলার প্রতিবাদে, ঘটনা বিচারের দাবীতে ৭ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ।

রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এক সভায় এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১৬ নভেম্বর সকাল ১০ টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সভা ও পথসভা। ১৭ নভেম্বর সকাল ১০ টায় মৌন মিছিল, মেহেরপুর প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত।

১৮ নভেম্বর মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে সকাল ১০টা থেকে কলম বিরতি । ১৯ নভেম্বর সকাল ১০ টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অবস্থান ধর্মঘট। ২০ নভেম্বর সকাল ১০টায় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন। ২১ শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান এবং ২২ নভেম্বর বিচার না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের সকল প্রকার সংবাদ বয়কট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের উপদেষ্টা তুহিন আরন্য, সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন হোসেন, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি রুহুল কুদ্দুস টিটো, সাংবাদিক রামিজ আহসান প্রমুখ।

মহেশপুরে সাংবাদিকের নামে মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের মহেশপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি আব্দুর রহমানের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে উপজেলার ফতেপুর মাদ্রার সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে মহেশপুরের গণমাধ্যমকর্মীরা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে উপজেলায় কর্মরত সংবাদকর্মী ও এলাকার নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, মহেশপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সেলিম, কোষাধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম, সদস্য সাইফুল ইসলাম ও সত্য সংবাদ প্রকাশের ভিকটিম ফাতেমা খাতুন, ইউপি সদস্য আসাদুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, ফতেপুর গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী, নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে সাংবাদিক আব্দুর রহমানকে হয়রানি করার জন্য মামলা করা হয়েছে। এ সময় বক্তারা, মামলাকে উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ও মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক উল্লেখ করে দ্রুত মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

সাংবাদিক মুজাহিদ মুন্নার মায়ের ইন্তেকাল

দৈনিক দেশ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মুজাহিদ মুন্নার মা মিনারা খাতুন (৪৫) ইন্তেকাল করেছেন(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ১১টার দিকে মাগুরা জেনারেল হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

কয়েকদিন আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অবস্থার অবনতি হলে বৃহস্পতিবার বিকালে চিকিৎসক তাকে ঢাকা হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে রেফার্ড করেন। সেখানে নেওয়ার পথে মাগুরা পৌছালে অবস্থা আরো খারাপ হলে তাঁকে মাগুরা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে রাত সোয়া ১১ টার দিকে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। আজ শুক্রবার সকাল ৯টায় হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।

মুজাহিদ মুন্না তাঁর বড় ছেলে। ছোট ছেলে মেহেরাব হোসেন অপিও সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। বছর দুয়েক আগে একই রোগে তার বাবাও মারা যান। অল্প বয়সে বাবা-মা দুজনকে হারালেন মুজাদিহসহ তার ছোট ভাই বোনেরা।

মুজাহিদ মুন্নার মায়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ পরিবারের সকল সদস্য শোকাহত। মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর প্রতিদিন এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক,ইত্তেফাকের জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার বিকালে তিনি সিভিল সার্জন অফিস থেকে জানার পর বিষয়টি মেহেরপুর প্রতিদিনকে নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কয়েকদিন ধরে পরিবারের সকল সদস্য জ্বরে ভুগছিলেন। সে কারণে গতকাল সোমবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পরিবারের সকলে নমুনা দিয়েছিলেন।

সাংবাদিক মাহবুব চান্দু করোনা প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে করোনা তথ্য আপডেট দিয়েছেন।

তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিনি সুস্থ আছেন। তেমন কোন শারীরিক সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন।

পরিবাররের সদস্য মাহবুব চান্দু দ্রুত আরোগ্য লাভ করে কর্মস্থলে ফিরবেন এ কামনায় সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেনে মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক, সম্পাদকসহ সহকর্মীরা। ।

ভোরের কাগজের জেলা প্রতিনিধি হলেন রুপক

বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক ভোরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেলেন মর্তুজা ফারুক রুপক।

গতকাল বৃহস্পতিবার দৈনিক ভোরের কাগজের নিয়োগপত্রসহ পরিচয়পত্র হাতে পান তিনি। মর্তুজা ফারুক রুপক মেহেরপুরের একমাত্র দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন এর চীফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্য। পেশাগত দায়িত্ব পালনে তিনি আরো একধাপ এগিয়ে গেলেন। তার এ ধারাবাহিকতা রক্ষায় মেহেরপুরের সকল শ্রেণী পেশা মানুষের সহযোগীতা কামনা করেছেন।

ভোরের কাগজের জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবারেরর পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন। অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ইউএনও ওয়াহিদা খানম

দীর্ঘ প্রায় এক মাস চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটের ইউএনও ওয়াহিদা খানম।

বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

আগামী ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন চিকিৎসকরা।
প্রসঙ্গত, গত ২ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ইউএনওর সরকারি বাসভবনে ঢুকে হামলা করে দুর্বৃত্তরা।

প্রথমে গেটে দারোয়ানকে বেঁধে ফেলে তারা। পরে বাসার পেছনে গিয়ে মই দিয়ে উঠে ভেন্টিলেটর ভেঙে বাসায় প্রবেশ করে হামলাকারীরা।

ভেতরে ঢুকে ভারী ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ইউএনও ওয়াহিদাকে গুরুতর আহত করে তারা। এ সময় মেয়েকে বাঁচাতে এলে বাবা মুক্তিযোদ্ধা ওমর আলী শেখকে (৭০) জখম করে দুর্বৃত্তরা। পরে তারা অচেতন হয়ে পড়লে মৃত ভেবে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। ভোরে স্থানীয়রা টের পেয়ে তাদের উদ্ধার করেন।

ওয়াহিদাকে প্রথমে রংপুরে ও পরে রংপুর থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে ঢাকায় আনা হয়। এতদিন তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

ছেলের বিয়ে, মন খারাপ ডিপজলের

ঢালিউড অভিনেতা ও প্রযোজক মনোয়ার হোসেন ডিপজলের ছেলের বিয়ে আজ। বুধবার হলুদ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাভারের ডিপজলের শুটিংবাড়ি ডিপু ভিলায় পারিবারিক আয়োজনে সম্পন্ন হবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা।

তবে ছেলে শাদমান মনোয়ার অমির বিয়েতে মন ভালো নেই ডিপজলের। করোনার কারণে জমকালোভাবে বিয়েটা করাতে না পেরে অসন্তুষ্ট ডিপজল।
এ বিষয়ে বলেন, পারিবারিকভাবে বড় ছেলের বিয়ে হচ্ছে। দুই পরিবার ও সিনেমা অঙ্গনের কিছু লোক থাকবে বিয়েতে। আমার ইচ্ছে ছিল, বড় আয়োজন করে ছেলের বিয়ে দেব। কিন্তু করোনার কারণে সেটি করা গেল না। সে জন্য মনটা খারাপ। তবে ইচ্ছে আছে, মহামারী কেটে গেলে ছেলের বিবাহবার্ষিকীতে বড় আয়োজন করে অনুষ্ঠান করব।

মনোয়ার হোসেন ডিপজল তিন ছেলে ও এক কন্যাসন্তানের জনক। এর আগে ২০১৮ সালের জুনে মেয়ে ওলিজা মনোয়ার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। মনোয়ার হোসেন ডিপজল ১৯৮৯ সালে ‘টাকার পাহাড়’ সিনেমার মাধ্যমে সিনেমায় পা রাখেন। এর পর অসংখ্য সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি।